PRINT

সমকাল

জবিতে ছাত্রলীগের দু'পক্ষে দফায় দফায় সংঘর্ষ

কমিটি স্থগিত

১১ ঘণ্টা আগে

জবি প্রতিবেদক

আধিপত্য বিস্তার ও আগের ঘটনার জের ধরে গতকাল রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর শাহীন মোল্লাসহ প্রক্টরিয়াল বডির কয়েক সদস্য ও ১৫ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বাস ভাংচুর ও একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। পরে হেলমেট পরিহিত ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে মহড়া দেয়। ক্যাম্পাসে স্থিতিশীলতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় জবি শাখা ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন বলেন, জবি ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় কমিটি স্থগিত করা হয়েছে। ঘটনার অধিকতর তদন্তের জন্য চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা যায়, প্রেমঘটিত তুচ্ছ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সম্পাদকের কর্মী আ স ম আইয়ুব তুহিনের ওপর হামলা করা হয়। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মী মেহেদী হাসান মুন, ১৩ ব্যাচের কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ আল রিফাতসহ কয়েকজন তাকে মারধর করে। পরে সন্ধ্যায় সভাপতি গ্রুপের কর্মী ও তুহিনের বন্ধু মনোবিজ্ঞান বিভাগের ১১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান নয়ন ও রিফাত আহত তুহিনকে হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের সামনে এলে দলীয় কোন্দলের জের ধরে তাদের ওপর সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের কর্মীরা হামলা চালায়। এর জেরে রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের গ্রুপের কর্মীরা ক্যাম্পাসে শহীদ মিনারের সামনে ও বিজ্ঞান ভবনের চত্বরে অবস্থান নেয়। একপর্যায়ে মহড়া দেওয়ার সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা একে অপরকে ধাওয়া-পাল্টা দেয়। দুই গ্রুপের কর্মীরা লাঠিসোটা, লোহার রড, হাতুড়ি, চাপাতিসহ একে অপরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে। সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা সাধারণ সম্পাদকের গ্রুপের কর্মীদের ধাওয়া দিয়ে ক্যাম্পাসের পেছনের গেট দিয়ে বের করে দিয়ে তারা ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান নেয়। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে সাধারণ সম্পাদক কর্মীরা প্রধান ফটক দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে চাইলে সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা তাদের আবারও ধাওয়া করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মাঝখানে পড়ে যান। সহকারী প্রক্টর শাহীন মোল্লাসহ কয়েকজন ইটের আঘাতে আহত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, বিজ্ঞান ভবন ও ক্যান্টিনের সামনে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ক্যাম্পাসের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা চারটি বাস ভাংচুর করা হয়। দুপুর ১টার দিকে ক্যাম্পাসের ভেতরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পর সাধারণ সম্পাদকের কর্মীরা আবার ক্যাম্পাসে এলে সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা ফের হামলা করে। ভাংচুর করা হয় পরিসংখ্যান বিভাগের শ্রেণিকক্ষের দরজা-জানালা। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মোটরবাইকে থাকা হেলমেট জোর করে কেড়ে নেয়। সংঘর্ষের সময় অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী হেলমেট পরিহিত ছিল।

এদিকে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার সময় রফিক ভবন ও অবকাশ ভবনের বারান্দায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে থাকলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ওপরও ইটপাটকেল ছোড়ে। অবকাশ ভবনের তৃতীয় তলায় সাংবাদিক সমিতি থেকে সাংবাদিকরা ঘটনার ছবি ও ভিডিও করতে চাইলে ছাত্রলীগের নারী কর্মীরা সমিতির ভেতর প্রবেশ করে সাংবাদিকদের মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

সংঘর্ষের সময় ছাত্রলীগ কর্মী খালিদ মাহমুদ সুজন (১৩তম ব্যাচ), সামসুল হুদা গাজী (১৩তম ব্যাচ), মামুন (১২তম ব্যাচ), মাহফুজ (১২তম ব্যাচ), প্রান্ত (১২তম ব্যাচ), রেজওয়ান, ইশরাক চৌধুরী (১৪তম ব্যাচ), নোমানসহ ১৫ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার, সুমনা হাসপাতাল, ন্যাশনাল হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

জবি ছাত্রলীগের সভাপতি তরিকুল ইসলাম সমকালকে বলেন, গত বৃহস্পতিবার প্রেম-সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে

সাধারণ সম্পাদকের কর্মীরা ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে মারধর করে। রোববার এ ঘটনার সমাধানে আমাদের নিজেদের মধ্যে বসার কথা ছিল। কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের কর্মীরা তার আগেই আমার কর্মীদের ওপর আক্রমণ করেছে। আমি অসুস্থ থাকার কারণে ক্যাম্পাসে না আসায় পরে আমার ছেলেরাও সাধারণ সম্পাদকের কর্মীদের ধাওয়া করে। পরে ক্যাম্পাসে সিনিয়র নেতাদের পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি।

জবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ জয়নুল আবেদিন রাসেল বলেন, আগের ঘটনার জেরে মারামারির সূত্রপাত হয়। আমার কর্মীদের ওপর সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা আক্রমণ করে। এ ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেবে। তবে সংঘর্ষের ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।

কোতোয়ালি জোনের এসি বদরুল হাসান বলেন, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলার সময় আমরা মাঝখানে অবস্থান নিই এবং দুই পক্ষকে আলাদা রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। এ সময় ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে অতিরিক্ত দুই প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে সোমবার জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com